আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি তারা বন্টন করে?
আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবন সামগ্রী পার্থিব জীবনেই বন্টন করেছি।
আল-কোরআন

তাদবীরে ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্

(সাফল্য, মুক্তি ও সংশোধনের উপায়)

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
ভাষান্তর : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

প্রকাশনায়
রেযায়ে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ট্রাস্ট

তাদবীরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্

(সাফল্য, মুক্তি ও সংশোধনের উপায়)

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রাহমতুল্লাহি আলাইহি)
ভাষান্তর : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র ওফাত শতবার্ষিকী
স্মরণে আয়োজিত আ'লা হযরত কনফারেন্স উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

প্রকাশকাল : ২৪ সফর ১৪৪০ হিজরী
০১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মুদ্রণে : শব্দনীড়, আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার
(তয় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-৩৭৭১৪৬
e-mail : shabdaneerad@yahoo.com

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র।

প্রকাশনায়
রেযায়ে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ট্রাস্ট
আল-আমীন হাশেমী দরবার শরীফ, কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তাদবীরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্

(সাফল্য, মুক্তি ও সংশোধনের উপায়)

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রাহমতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্তর : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

সম্পাদনায়

মুফতি কাযী মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান হাশেমী

সাজ্জাদানশীন, আল-আমীন হাশেমী দরবার শরীফ, কুলগাঁও, চট্টগ্রাম।
শেখুল হাদীস,আল আমিন বারিয়া কামিল মডেল মাদ্‌রাসা

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

প্রকাশনায়

রেযায়ে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ট্রাস্ট

আল-আমীন হাশেমী দরবার শরীফ, কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

সম্পাদকের বক্তব্য

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের করুণ পরিস্থিতি কারো অজনা নয়। সংখ্যায় বা অতীতের সর্বকালের চেয়ে বেশী কিন্তু পরিস্থিতি নাজুক হওয়ার দিক দিয়েও অতীতের সব চেয়ে বেশী। নাম সর্বস্ব মুসলিম দেশগুলো যারা ইহুদী ও নাসারার দাসত্বের শৃঙ্খলে স্বেচ্ছায় নিজেদের জড়িয়ে নিচ্ছে। তারা ব্যতিত মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে গেছে। ইরাক, বার্মা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া, ইয়ামান, ফিলিস্তিন কোথাও মুসলিম জাতির স্বস্তি বলতে নেই। আত্মকোন্দলতো আছেই আর দিন দিন পরিস্থিতি অবনতির দিকেই যাচ্ছে। এ দস্যুবৃত্তির দৌড় আরো কতটুকু যাবে তা অজানা।

মুসলিম মিল্লাতের দুর্দিনের সহায় ও কান্ডারী সরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিশ্লেষিত দ্বিজাতিতত্ত্বকে মুসলিম মিল্লাত যদি গ্রহণ করতো, তবে এ শোচনীয় অবস্থা আদৌ সৃষ্টি হতো না, প্রিয় নবীর শানে সামান্যতম অশিষ্ঠাচার দেখলে সে ব্যক্তি যতোই সম্মানিত ও প্রিয় হোক না কেন সে পরিত্যাজ্য। আ'লা হযরতের এ দর্শনকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করায় মুসলমান তারই খেসারত দিচ্ছে।

আ'লা হযরতের ৪ দফা সম্বলিত দিক নির্দেশনামূলক দ্বিজাতিতত্ত্ব বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কর্ণধারদের জন্য এক অমূল্য পাথেয়। বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে আ'লা হযরতের দর্শন তুলে দেওয়ার লক্ষে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সম্মানিত আরবী প্রভাষক বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও আ'লা হযরত গবেষক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ কবি আনিসুজ্জামান কর্তৃক অনুবাদিত 'তাদবীরে ফালাহ ও নাজাত ওয়া ইসলাহ' পুস্তিকাটি ও সাথে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উদাত্ত আহ্বান এবং সুন্নিয়তের পূন:জাগরণে দশটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সন্নিবেশিত করে সরকারে আ'লা হযরতের ওফাত শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'আশেকানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তরুণ পরিষদ'র উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী আ'লা হযরত কনফারেন্সে প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করছি। আগামীতে আ'লা হযরত লিখিত অমূল্য গ্রন্থাবলী বাংলায় প্রকাশের আশা রাখি। আল্লাহ পাক প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র উসিলায় সবাইকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুক। আমিন...

ইতি

কাজী মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান হাশেমী
সাজ্জাদানশীল
আল-আমিন হাশেমী দরবার শরীফ
কুলগাঁও, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

মুজাদ্দিদে আ'যম, আ'লা হযরত যাঁরে সাজে এ মণিহার

নাম রাখার উদ্দেশ্য অন্যজন থেকে নামের মানুষকে পৃথক করে চেনা, স্বতন্ত্রভাবে সনাক্ত করা। অন্ধ ছেলের নাম কেউ "পদ্মলোচন" রাখলেও সমাজে মাথা ব্যথা নেই। ব্যক্তির গুণাগুণ ও অনস্বীকার্য ইমেজ থেকে কখনও কখনও নামের পরিচয় ছাপিয়ে প্রাপ্ত উপাধি বা লকব অধিকতর পরিচিত হয়ে ওঠে। শুভাকাঙ্খীদের মুখে সে নাম সোৎসাহে উচ্চারিত হলেও দুর্মুখ, নিন্দুকের কাছে তা শ্রুতিকটু লাগে। বড়পীর, গরীব-নওয়াস ইমামে আ'যম-বিশেষণ সূচক এ উপাধিগুলো বললে যেমন নামের প্রয়োজন খুব একটা অনুভূত হয় না, মুসলিম বিশ্বে তেমনি একটি বিশেষণ "আ'লা হযরত"। যদিও তাঁর এ উপাধি অন্যান্য উপাধি থেকে অধিকতর পরিচিত ও সমাদৃত, কিন্তু সর্বপ্লাবী প্রতিভার কারণে আ'লা হযরতের বিশেষণ এটিই নয়, আরব অনারবে তাঁর বহু লকব-উপাধি রয়েছে, সমকালীন ইসলামী জগতে সর্বজন গ্রাহ্য এ বিশেষণগুলোর বাস্তবতা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। মুসলিম মনীষীর ভুবনে অনেক চিত্তাকর্ষক বিশেষণে তিনি ভূষিত; কিন্তু আ'লা হযরত নিজে চাননি খ্যাতির ঐশ্বর্য। জগতজোড়া জ্ঞানতাপস যাঁরা তাঁরা সবসময় নিজ নাম ও আত্মমর্যাদাকে লুকিয়ে ফেলতে সচেষ্ট থাকেন। আ'লা হযরত কখনও প্রিয়নবীর দরবারে আবদারসূচক কিছু শব্দমালায় নিজকে ডেকে তৃপ্তি পেলেও বিশ্বজনের কাছে নিজকে 'বে-নিশান' বা চিহ্নহীন বলে অভিহিত করেছেন। যেমন-

বে নিশানোঁ কা নিশাঁ মিটতা নেহী,
মিটতে মিটতে নাম হো হী জায়েগা।

শত্রুরা হিংসাপরবশ হয়ে চিরতরে নাম নিশানাহীন করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে সেই থেকে। কিন্তু আজ প্রজন্মের কাছে আ'লা হযরত এমন একটি নাম, যা হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপনের এক কষ্টিপাথরে পরিণত হয়েছে। নবী প্রেমের মূর্ত প্রতীক আ'লা হযরতের এ বিশেষণ আজ সত্য মিথ্যার পরিচায়ক। "আ'লা হযরত" নামটি শুনলে যদি চেহারা আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত নিয়ে উদ্ভাসিত হয়, তবে বুঝতে হবে তাঁর ভেতরে

নবীপ্রেমের জওহর আছে। আর পক্ষান্তরে আ'লা হযরত শব্দের উচ্চারণ শুনে কোন চেহারায় যদি বিমর্ষতার মলিনতা দেখা দেয়, তবে দার্শনিক না হয়েও বুঝতে পারবেন এ লোকটি বদমযহাব, বে-আদব। আ'লা হযরত প্রকৃত নাম নয়' 'বরং গুণগ্রাহী বোদ্ধা শ্রেণি আলেম সমাজপ্রদত্ত একটি উপাধি, যা তাঁর বিশেষণধর্মী পরিচয়। সময়ের দাবীতে আজ তা নামের চেয়ে নামী হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। আ'লা হযরত শুনলেই আপনাদের সকলেরই খেয়াল ধ্যান আজ অন্য কোথাও নয়; বরং বেরেলীর কলমসম্রাট, আহলে সুন্নাতের ইমাম, মহান মুজাদ্দিদ, ইমাম আহমদ রেযা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র পূণ্যময় সত্তার দিকে। এটাই সত্যি, এটাই বাস্তবতা। আ'লা হযরতের পরিচয় বহু বিশেষণে থাকলেও দু'একটি বিশেষণ'র তথ্যাদি ও যৌক্তিকতা আ'লা হযরত গবেষক আল্লামা ড. আব্দুন নঈম আজিজীর একটি পুস্তিকার আলোকে বিবৃত হলো।

আ'লা হযরত

আ'লা হযরত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বকেই বুঝায়। তবে যখন কোন মনিষীর পরিচয় একক ও স্বতন্ত্রভাবে কোন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়; তখন ভিন্ন কারো এ পরিচয় বহনের প্রচেষ্টা আদৌ শোভনীয় বা ভদ্রোচিৎ বলে বিবেচিত নয়। সমসাময়িক কালের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং দ্বীনের এক মহান সংস্কারক হিসাবে আ'লা হযরত নামে ইমাম আহমদ রেযা ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত এবং তার ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত এসে সকল তর্কের অবসান ঘটিয়েছে। আ'লা হযরতের কাছে প্রিয়নবীর মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। এমনকি নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্ব যখন পাল্কীর উপর চড়া, অখণ্ড ভারতের আলেমকুল শিরোমনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অজেয় সমাধান-দাতা হিসাবে পাগড়ী পরিহিত, সে সময় নবীবংশের এক দীনদরিদ্র পাল্কী বেহারা আওলাদে রসুলকে যে সম্মান তিনি দিয়েছিলেন, তার নজির বিরল। এ ঘটনাই প্রমাণ করে, প্রিয়নবীর প্রতি আ'লা হযরতের শ্রদ্ধা ছিলো কী অপরিসীম, কতো গভীর! চিন্তা-চেতনায় ধ্যান-ধারণায়, ওয়াজ, বক্তৃতায়, লেখা-লেখনীতে, আচারে-আচরণে আ'লা হযরতের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে নবীর তা'যীম তাঁকে আর সবার থেকে আলাদা পরিচয়ে অভিষিক্ত করে তুলেছিল। তাঁর সামগ্রিক দর্শন তাঁরই রচিত না'তে রাসূলের একটি বিখ্যাত

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

পংক্তি হয়ে আমাদেরও সেই বোধে সংক্রমিত করে তোলে, যখন শুনি "সবসে আওলা ও আলা হামারা নবী, সবসে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী" তখন আমাদের সমস্ত অনুভূতি একযোগে যেন বলে ওঠে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে যিনি প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন "প্রিয়নবীই আ'লা বা আমার নবীই সর্বোচ্চ, সবার উর্ধে", সেই নবীই তাঁর পরিচিতি আপন উম্মতের কাছে আ'লা হযরত হিসাবে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন-এতে বিস্ময়ের বা আপত্তির কী আছে?

'আ'লা হযরত' নামে ইমাম আহমদ রেযা সর্বপ্রথম কবে থেকে পরিচিত হলেন, তার সঠিক ইতিহাস এখনও অজানা। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁকে এ বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। পাটনা থেকে প্রকাশিত 'তুহফায়ে হানাফিয়া'র বর্ণনায় জানা যায়, ১৩২৩ হিজরী সন থেকে তাঁর নামের সাথে 'আ'লা হযরত' শব্দটি সংযোজিত হতে থাকে। এ সাময়িকীর ৯ম বর্ষের ৪র্থ পত্র রবিউল আখের ১৩২৩ হিজরী সংখ্যায় ইমাম আহমদ রেযা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র উদ্দেশ্যে লিখিত হয় বহুবিধ বিশেষণ। যথা-'মুজাদ্দিদে মেয়াহ হাযেরাহ' (চলমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ), 'মুওয়াইয়িদে মিল্লাতে তাহেরা' (পবিত্র মিল্লাতের সহায়ক), "জামে' মা'কুল ও মানকুল" (যুক্তি ও উক্তির সমন্বয়ক), "হাভী' ফরও উসূল (মৌলনীতি ও সিদ্ধান্ত'র সংকলক) "যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন এবং 'আ'লা হযরত' ইত্যাদি।

ফাতওয়ায়ে রেযভীয়া'র বিভিন্ন খণ্ডে ইমাম আহমদ রেযাকে তাঁর শিষ্যভক্তবৃন্দ তাঁকে আ'লা হযরত সম্বোধন পূর্বক প্রশ্ন করেছেন। এ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে আ'লা হযরত শব্দের সাথে আযিমুল বরকতও উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত তাঁকে ১৩২৩ হি. মোতাবেক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ'র আগে থেকেও আ'লা হযরত বলা হতো।

ইমাম আহমদ রেযা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিকে 'আ'লা হযরত' বিশেষণটি হিংসাপরায়ণ, দ্বীনের দুশমনদের তীব্র জ্বালার উদ্রেক করে। অনেকে আবার তাঁর প্রতি বক্রদৃষ্টি ও তীর্যক উক্তি প্রয়োগ করেও নিজকে 'আ'লা হযরত' পরিচয়ে জাহির করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করে, অথচ ভেবে দেখে না কোথায় আ'লা হযরত, কোথায় আমি? তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের

তুলনায় আমার তৎপরতার কতইবা পরিধি। আ'লা হযরতের জ্ঞান-গরিমার সামনে আমার উপলব্ধিই বা কতটুকু! তাঁর সহস্রাধিক অপরাজেয় রচনা সম্ভারের তুলনায় আমার লেখনি বা সৃজনক্ষমতা কতোখানি আছে?

আহলে সুন্নতের আকিদায় বিশ্বাসী জনগণের কাছে সমাদৃত 'আ'লা হযরত' শব্দটি বাতিল ফের্কার কানে অসহনীয়। অথচ দেওবন্দী ফের্কার দুর্বৃত্তরা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীকেও 'আ'লা হযরত' অভিধায় স্মরণ করে। আশেক ইলাহী মিরাটী তার 'তাযকিরাতুল খলীল'-এ মওলভী খলীল আহমদ আম্বেটভীকে ডেকেছে 'আ'লা হযরত'। ঐ শত্রুরাই রামপুর হায়দারাবাদ'র নবাবকে অতি তোষামোদে কতবার 'আ'লা হযরত' ডেকেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যখনই কোন নবীপ্রেমিক ভাই নবীর প্রকৃত প্রতিনিধি ও যোগ্য ব্যক্তি আবদে মুস্তফা ইমাম আহমদ রেযাকে 'আ'লা হযরত' বিশেষণে স্মরণ করে, তখন তাদের গাত্মালা করে, বিদআত ও নবীর সমকক্ষতার অপবাধ আনে, সৃষ্টি করে বিতর্ক। (গত কয়েক বছর আগেও এমনি বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল নজদী প্রেতাত্মার প্রতিনিধিত্বকারী ওহাবীদের দোসর রাজারবাগ থেকে প্রকাশিত এক ম্যাগাজিন)। তাদের অযোগ্য মোল্লাকে 'আ'লা হযরত' বলতে লজ্জা হয় না; অথচ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের মত কলম-সম্রাট ইমাম আহমদ রেযা'র জন্য 'আ'লা হযরত' বিশেষণ প্রয়োগে যতো আপত্তি।

মুজাদ্দিদ

মুজাদ্দিদ কোন উপাধি নয়, এক পদমর্যাদার নাম। শতাব্দীর সত্যান্বেষী ওলামা-মাশায়েখের স্বীকৃত অবিসংবাদিত এ পদবী। সংস্কারক হিসেবে যাঁর বাস্তব পদক্ষেপ সমূহ সকলেই স্বীকার করে সশ্রদ্ধে তাঁকে বরণ করে নেন তিনিই মুজাদ্দিদ। এ মর্যাদার পথে আ'লা হযরতের যাত্রার সূচনা তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সেই হয়েছিল। ১৩০১ হিজরী সনে পরিপূর্ণভাবে তিনি এ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তবে তারও প্রায় আঠারো বছর পর ১৩১৮ হিজরী সনে হযরত মাওলানা আব্দুল মুকতাদির সর্বপ্রথম তাঁকে এ পদমর্যাদা সহকারে সম্বোধন করেন।

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা হাসনাইন রেযা খাঁন বর্ণনা করেন, মুজাদ্দিদ'র পদমর্যাদায় আ'লা হযরতের অভিষেক ১৩০১ হিজরীর

গোড়াতেই হয়। সংশ্লিষ্টজনেরা এক ঘটনার মাধ্যমেই তা অবহিত হতে পারেন। কিছুটা দীর্ঘ পরিসরে ঘটনাটির বিবরণ হলো এই, আমার পিতৃব্য মৌলভী মুহাম্মদ শাহ খাঁন ছাহেব সওদাগর মহল্লার প্রাচীন বাসিন্দা। বয়স আ'লা হযরতের চেয়ে এক বছরে বড়ো। শৈশব থেকে উভয়ে একসাথে চলাফেরা করতেন। পরিণত বয়সেও সে ধারায় ছেদ পড়েনি। উভয়ের সম্পর্কে অন্তরঙ্গ সখ্যতা ও বন্ধুত্বের কারণে সৌজন্যসূলভ লৌকিকতার ব্যবধান না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বয়স বৃদ্ধি হওয়ার পর থেকেই তাঁকে আ'লা হযরতের সান্নিধ্যে বরাবর চুপচাপ ও তটস্ত দেখতে পেতাম। কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হলেও অন্য কারো দিয়ে জিজ্ঞেস করাতেন। কৌতূহলবশে একদিন তাঁকে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'চাচাজান! আ'লা হযরত তো আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করেন, তবুও আপনি তাঁকে এতটা ভয় করে চলেন যে, কোন প্রশ্নই করতে পারেন না। তাঁর কারণ কী?' তখন তিনি বললেন, 'আমরা উভয়ে ছেলে-বেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি। বড় হবার পরও উঠাবসা চলাফেরা একই সাথে। সাইয়িদ মাহমুদ শাহ ছাহেবসহ জনা কয়েক সহচর আমরা একই জায়গায় রোজ মিলিত হতাম। মাগরিবের পর আমরা তাঁরই বৈঠকে নিয়মিত এসে যেতাম। এশা পর্যন্ত আলাপ আলোচনায় বিভিন্ন দ্বীনি মাসআলা, ইলমী তাহকীক (বিষয় বিশ্লেষণ) চলত। এভাবে একদিন ১৩০১ হিজরীর মুহররমের চাঁদ যখন উদিত হল, সেদিনও আমরা অভ্যেস মতো নির্ধারিত সময়ে তাঁর বৈঠকখানায় এসে যাই। তবে ওইদিন তিনি কিছুটা বিলম্বে আসলেন। সালাম কুশল বিনিময় শেষে অন্যান্যদের মাঝে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'ভাইজান, আজ তো ১৩০১ হিজরীর নতুন চাঁদ এসে গেলো'। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমাদের কেউ কেউ তো চাঁদ দেখার কথা বলেছেন।' এবার তিনি বললেন, 'একটি শতাব্দী তো বদলে গেল, ভাইজান?' লক্ষ্য করলাম এ চাঁদের সাথে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর অবসান হয়ে চতুর্দশ শতাব্দী শুরু হয়েছে। তাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়, শতাব্দী পরিবর্তন তো হলো'। তখন আ'লা হযরত বললেন, 'এখন আমাদেরও বদলে যাওয়া উচিত।' এটুকু বলার দেরী-পুরো মজলিস নিরব হয়ে গেলো, নির্বাক বসে রইলাম সবাই। কারো মুখে আর কোন কথা

এলো না। কারণ জিজ্ঞাসার হিম্মতও কারো হলোনা। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে অবশেষে শুধু সালাম দিয়ে এক এক করে সবাই চলে যেতে লাগলেন। ওই সময় এমনতরো গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির কোন কারণ কেউ বুঝতে পারেনি।

পরদিন ফজরের নামায শেষে সাক্ষাত হলে চেহেরায় তাঁর মুজাদ্দিস হিসাবে আত্মপ্রকাশের যে প্রভাব বিচ্ছুরিত হলো, তাতে উপস্থিত সবার মনে হলো, বাস্তবিকই তিনি যে বদলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ তা এমনই পরিবর্তন যে, তিনি কোথা থেকে কোথায় যেন পৌঁছে গেলেন, আর আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়েছি। আমাদের মধ্যে মর্যাদাগত বিরাট ফারাক আমরা প্রত্যেকেই সহজেই অনুভব করতে পারলাম। সেই থেকে তাঁর সাথে অজানা কারণেই বন্ধু সুলভ কথা বলার আর হিম্মত রইল না। এমনকি স্বাভাবিক প্রশ্ন করতেও কেন জানি সাহস হয়না। এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ নিজেই নিজের কাছে খুঁজে ফিরেছি। কিন্তু মনের কাছ থেকে এটা ছাড়াও আর কোনও উত্তর পাইনি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল কোন দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে, যা তাঁকে অনেক অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। আর আমরা যেমনটি আগে ছিলেম, তেমনিই রয়ে গেছি। অনেক দিন পর যখন শুনলাম, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে উচ্চারণ করছে, 'চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ', তখন বুঝতে পারলাম, তাঁর বলা সেই 'বদলে যাওয়া'বা পরিবর্তন ছিল এটাই। যে বিষয়টি আমাদের এতদিন ভাবিয়েছিলো, তা এখন দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে উঠল। সেটা ছিল ঐতিহাসিক তারিখ, যেদিন তাঁকে 'মুজাদ্দিদ' পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ পদবী প্রদানের সাথে সাথে সে অনুপাতে গাম্ভীর্য, প্রভাবও তাঁর ব্যক্তিত্বে ভর করেছিলো, যাতে তাঁর প্রতি সমীহ, শ্রদ্ধায় হৃদয় নূয়ে আসতে বাধ্য হয়। (সীরাতে আ'লা হযরত-৬১)

কছওয়াচা শরীফের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ মিয়া ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আহমদ রেযা'র শানে উপাধি প্রয়োগ করেছেন 'মুজাদ্দিদে আ'যম।' (আল মীযান ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যা-২৩৫)।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তাদবীরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্

(সাফল্য, মুক্তি ও সংশোধনের উপায়)

[প্রায় শতাব্দী কাল আগে তুরস্কে মুসলিম মিল্লাত যখন বিজাতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত, তখন ইসলামী জগতের কিংবদন্তী, জ্ঞানের বিশ্বকোষ, সুন্নীয়তের মহান দিকপাল, সহস্র গ্রন্থের প্রণেতা, বিপন্নজাতির কর্ণধার 'নেজামে মোস্তফা' আন্দোলনের অকুতোভয় বীর সিপাহ্সালার আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট 'অসহায় মুসলিম জাতির সাহায্য ও আমাদের করণীয়' প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেন তাঁরই বিশিষ্ট মুরীদ হাজী মুন্সী লালখান ছাহেব। ৬৫ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে লিখিত তাঁর এ প্রশ্নের জবাবে আ'লা হযরতের ৪ (চার) দফা সম্বলিত দিক-নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ফতোয়াখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে 'এদারায়ে মসউদীয়া' ২/৬, ৫ আই, নাজেমাবাদ করাচী, পাকিস্তান। উর্দু ভাষায় রচিত এ পুস্তিকার নাম 'তাদবীরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্।'

এতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও মুসলিম মিল্লাতের প্রতি যে দরদবোধ ফুটে উঠেছে, তা বাংলাভাষী আ'লা হযরত ভক্তদের জন্য ২০০৪'র স্মরণিকায় পত্রস্থ হয়।'

বিশেষ প্রেক্ষাপটে লিখিত হলেও বর্তমান যুগ চাহিদা ও মুসলিম মিল্লাতের বিপর্যয়ে দিকনিদের্শনা হিসাবে এ পুস্তিকাটি এক অমূল্য পাথেয় বলে মনে হয়েছে। যা সর্বকালের সর্বত্র মজলুম মুসলিম জনগোষ্টির জন্যই আদর্শ হিসাবে অনুঃসৃত হতে পারে। অখন্ড ভারতে দ্বিজাতি তত্বের মহান পথিকৃত আ'লা হযরতের লেখাটি বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলমানদের স্বজাত্যবোধ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। (অনুবাদক)

আল্লাহ তা-আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপর্যয়ে পতিত করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে।" (সূরা- রা'আদ, ১১)

আল্লাহ্ (মহাপরাক্রমশালী) স্বীয় হাবীবে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদৌলতে আমাদের ও মুসলিম ভাইদের চোখ খুলে দিন। আত্মিক ও বাহ্যিক সর্বাত্মক পরিশুদ্ধি দান করুন। অপরাধসমূহ মার্জনা করুন। অদৃশ্য জগত হতে তাঁর সাহায্য নাযিল করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রবল পরাক্রম দান করুন। আমিন...

ইলাহাল হাক্কি ওয়া হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি মাল ওয়াকীল, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, হতাশ হওয়া সমীচিন নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা-আলা বলেন :

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (يوسف: ٨٧)

"তোমরা আল্লাহর সাহায্য হতে নিরাশ হয়োনা; কেননা একমাত্র কাফির সম্প্রাদয়টি ছাড়া আল্লাহর সাহায্য হতে কেউ নিরাশ হয় না।

অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহ্ তা-আলা কাহহার, সকল শক্তির উর্ধ্বে তিনি সর্বশক্তিমান, এই দ্বীনের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: ٤٧)

ওয়াকানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিমীন।

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران:١٣٩)

ওয়া আনতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতম মুমিমীন।

(অর্থাৎ মুমিনদের সাহায্য করা আমার একান্ত দায়িত্ব, তোমরাই বিজয়ী, যদি মুমিন হও।)

হুযুর সাইয়েদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন :

لَا تزال طائفة من امّتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى امرالله وهم على ذالك غالبًا

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাঁদের অপদস্ত করবে ও বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ্র চুড়ান্ত হুকুম আসে। তারা সত্যের উপর সমুন্নত অবস্থায় থাকবে।

এখানে 'আমরুল্লাহ্' বা আল্লাহর হুকুম বলতে সেই সত্য প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যদ্বাণী, যখন ইসলামী প্রশাসক শহীদ হবেন এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে ইসলামী শাসনের নাম নিশানাও থাকবেনা, সমগ্র বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্ঠানদের রাজত্ব চলবে। আল্লাহর পানাহ! যদি ঐ সময় এসেই যায় তবেতো করার কিছুই নেই, তা তো অনিবার্যই। কিন্ত তা কিছু দিনের জন্য। এ সময়ের অব্যবহিত পরেই ইমাম মাহ্দীর আত্ম প্রকাশ হবে। এরপর সাইয়্যিদুনা রুহুল্লাহ্ ঈসা মসীহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) শুভ অবতরণ করবেন। "কুফর' (তথা খোদাদ্রোহিতা) সমগ্র দুনিয়া থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গোটা দুনিয়ায় একটি মাত্রই মিল্লাত অর্থাৎ ইসলামী মিল্লাতই থাকবে। একটিই মাযহাব তথা মাযহাবে আহলে সুন্নাত হবে।

অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য তা স্বীকৃত। কিন্ত ফকীর (আ'লা হযরত) যতটুকু ধারণা, এখনো ইনশাআল্লাহ সে সময় আসেনি। যদি তাই হয়, তবে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। অভিশপ্ত কাফিরদের ভরাডুবি হবে। যাই হোক অসহায়দের প্রার্থনা ছাড়া কিইবা করার আছে। যিনি আমাদের প্রতিপালক তিনি আমাদের এ দুরাবস্থায় দয়া করুন এবং নিজ সাহায্য নাযিল করুন।

وزلزلوا زلزالا شديدًا

'ওয়া যুল যিলু যিলযালান শাদীদান এর চরম পরিণতি তাদের উপর পতিত হোক।

الا ان نصر الله قريب

'আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীব' এর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।
আপনি জানতে চেয়েছেন, মুসলমানদের করণীয় কি?
এর উত্তর আমি কী দিতে পারি?
আল্লাহ তা-আলা তো মুসলমানদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনেই নিয়েছেন।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة: ١١١)

কিন্তু আমরা বিক্রীত বস্তু দিতে নারাজ, আর বিনিময় বা প্রতিদান নিতে আগ্রহী। ভারত বর্ষের মুসলমানদের এ শক্তি কোথায় যে, পরিবার পরিজন, বসত ভিটে ছেড়ে দিয়ে বহু পথ পাড়ি দিয়ে ময়দানে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হবে? তবে 'মাল' বা অর্থ সম্পদ তো দেয়া যায়। ওখানে (তুর্কী) মুসলমানদের কী দুর্দশা তা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করছে। ওদিকে মুসলমানদের উপর ঘটছে বিপর্যয়; আর এখানে সেই জলসা, সেই রং, সেই থিয়েটার.....সেই তামাশা, সেই বাজি, সেই আলস্য, সেই অপব্যয় কোনটারই কমতি নেই।

এক ব্যক্তি জাগতিক আনন্দের জন্য পঞ্চাশ হাজার দিয়েছেন। এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এক কলেজকে দিয়েছেন দেড় লাখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ত্রিশ লাখেরও অধিক সঞ্চিত হয়ে গেছে। এক রাতেই আমাদের এই গরীব জনপদ থেকে তার ২৬,০০০ এর মতো চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে। বোম্বেতে এক নিম্নবিত্ত ব্যক্তি একটি কুঠুরী ২৬,০০০ দিয়ে কিনেছেন শুধু এজন্য যে, তার জন্য একটি প্রশস্ত জায়গা ওটার পাশেই নিস্কণ্ঠক অবস্থায় ছিল, যা আমি নিজেও দেখে এসেছি। মজলুম মুসলমানদে জন্য যে আবেগ দেখানো হচ্ছে, তা আকাশের চেয়েও উঁচু, কিন্তু কার্যত যা তৎপরতা হচ্ছে, তা কিন্তু যমীনের তলায় (অর্থাৎ আবেগ ও কর্মসূচীতে কোন সামঞ্জস্য নেই) এরপর কীই বা আশা করা যায়?

বয়কট বা পন্য বর্জন প্রসঙ্গে

বড় সহমর্মিতা দেখানো হচ্ছে এই বলে যে, ইউরোপের পন্য বর্জন করা হোক। আমি তা পছন্দ করছিনা। না মুসলমানের স্বার্থে কোন উপকার বলে মনে করি। প্রথমত : বলতেই হয় যে, এ কথার উপর না কেউ একমত হবেন, না কখনো তা পালন করবে। এই শপথভঙ্গকারী হবেন প্রথমত : তথাকথিত জেন্টলম্যান লোকেরাই যারা ইউরোপিয়ান বস্তু ছাড়া চলতেই পারেন না। এটাতো সমগ্র ইউরোপের বয়কট, প্রথমে শুধু

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

'ইটালী' বয়কটের কথা বলা হয়েছি, ক'জন তা পালন করছে? আর কয়দিন বা শপথে অটল ছিল? এরা বয়কট কর্মসূচী দ্বারা ইউরোপের ক্ষতিই বা কী? ক্ষতি হলেই বা আমাদের কল্যাণ কী? কেননা তারা শত তুর্কীদের চেয়ে দশগুণ ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং ক্ষতি করার চেষ্টা করাটা দুর্বলতার পরিচায়ক। বরং মুসলমানদের নিজেদের সুরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণই শ্রেয়। কোন দূর্মতি জাতির কুটকৌশল শেখার দরকার নেই। তবে নিজেদের অবস্থা সুসংহত রাখা উচিৎ। উপরন্তু সে আন্দোলনের উপর যা নির্ভরশীল, তাই করা উচিৎ।

প্রস্তাবনা চতুষ্টয়

প্রথমত ঃ নেহায়েৎ যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ রয়েছে সে বিষয়গুলো ছাড়া নিজেদের ব্যাপারসমূহ যদি নিজেরাই হস্তগত রাখত, সকল বিবাদ-বিরোধ নিজেরাই মীমাংসা করত, তবে স্ট্যাম্প ও আইন সংক্রান্ত যে কোটি টাকা গচ্ছা যাচ্ছে যাতে একের পর এক গৃহ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তা বেঁচে যেতো।

দ্বিতীয়ত ঃ স্বজাতি ছাড়া কারো কাছ থেকে কিছুই ক্রয় করবে না তবে নিজেদের লভ্যাংশ নিজেদের কাছেই থাকত, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাত, তবে কোন বিষয়ে ভিন্ন জাতির মুখাপেক্ষী থাকতো না। এটাও হতো না যে, ইউরোপ আমেরিকানদের দ্বারা ছটাক পরিমাণ তামা কোন না কোন শিল্পের ছুতোয় ঘড়ি ইত্যাদি নাম দিয়ে আপনাদের দেয়া হবে, আর তারই বিনিময়ে পোয়া পরিমাণ চাঁদি আপনাদের কাছে থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

তৃতীয়ত ঃ মুম্বাই, কলকাতা, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ প্রভৃতি শহরের ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তিরা যদি মুসলমান ভাইদের জন্য ব্যাংক খুলত। শরীয়ত এক সুদকে অকাট্য হারাম ঘোষণা করেছে; কিন্তু মুনাফার শত প্রক্রিয়াকে তো হালাল বলেছে। যার বিশদ বর্ণনা ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে রয়েছে। তন্মধ্য থেকে একটি অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়া কিফলুল ফকীহিল ফাহিম, কিতাবে ছাপানো হয়েছে। সেইসব বৈধ পন্থায় মুনাফাও নিতে

পারত, তাহলে তাঁদের নিজেদেরও উপকার হতো, আর তাঁদের ভাইদেরও প্রয়োজন মেটাতো। ভবিষ্যতে মুসলমান ভাইদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি যা মহাজন বেনিয়াদের কুক্ষিগত হতে যাচ্ছে, তাও রক্ষা পেত। যদি ঋণগ্রহীতার সম্পদ গ্রহণও করা হতো, তবুও তা মুসলমানদের কাছেই থাকত, অন্তত; এটা তো হতোনা যে, মুসলমান দেউলে, আর বেনিয়াদের পোয়াবারো।

চতুর্থত ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র সর্বপ্রধান মৌলিক বিষয় ছিল ঐ দ্বীন, যার রজ্জু দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধারণ করা পূর্ববর্তীদের মর্যাদার শিখরে উপনীত করেছিল, তাঁদের প্রতাপ ছেয়ে গিয়েছিল দুনিয়া জোড়া, একমুঠো ভাতের কাঙ্গালদের শীর্ষ মুকুটধারী হবার গৌরব দিয়েছিল, আর তা ছেড়ে দেয়াটাই পরবর্তীদের এহেন লাঞ্ছনার গর্তে পতিত করেছে।

সূদৃঢ় দ্বীন দ্বীনি শিক্ষার সাথেই সম্পৃক্ত। তাঁরা যদি ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা নিজেদের উভয় জাগতিক অবলম্বন বলে জানত, তবে সে জ্ঞান তাদের জানিয়ে দিত, ওরে অন্ধ, যাকে উন্নতি মনে করছো, তা সমূহ অবনতি, যাকে ইযাযৎ বলে ভাবছ, তা একান্তই অবমাননা। মুসলমান যদি এ চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তবে, ইনশাআল্লাহ! আজই তাদের অবস্থা সামলে উঠবে। মুসলমানদের করণীয় কী- এ প্রশ্নের উত্তর তো হলো; কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে কী অর্জিত হবে, যদি কেউ তা আমলে না আনেন?

প্রস্তাবিত বিষয়াবলীর বাস্তবতা

১ম প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ঘরের অভ্যন্তরে মীমাংসার ক্ষেত্রে নিজ দাবীর সামান্যতমও যদি অপূরণ থাকে, তো মানবেনা। আর কোর্ট-কাছারীতে যদি ঘরও উজাড় হয়, তবুও শান্তি। প্রতি গিরা জায়গা থেকে দুপক্ষের দু'হাজার গচ্ছা যাক, তা ও ভাল। এ অবস্থার কি পরিবর্তন করতে পারবেন?.....

২য় প্রস্তাবের অবস্থা হলো, প্রথমে অভিজাত লোকেরা তো ব্যবসা-বাণিজ্যকেই নীচতা মনে করতো, আর চাকরী নামের দাসত্বের জন্য ধর্ণা

দেয়া, হারাম কাজ করা, হারাম খাওয়াকে মনে করত গৌরবের ও মর্যদার। কেউ কেউ ব্যবসা করলেও ক্রেতাদের এতটুকু বোধও নেই যে, স্বজাতির কাছ থেকেই ক্রয় করি। চড়া দামে অতিরিক্ত মুনাফা নিলেও লাভতো স্বজাতি ভাইদেরই হচ্ছে। ইউরোপবাসীদের স্বভাব হচ্ছে 'বিদেশী মাল স্বাগতিক দেশের মালের ন্যায়' কিংবা সস্তা হলেও কখনো কিনবেনা, অথচ স্বদেশীটা চড়ামূল্যে নিবে। ওদিকে বিক্রেতার অবস্থা হচ্ছে হিন্দু এক আনা লাভের উপর রাজী হতে পারে, কিন্তু মুসলমানরা চার আনার কমে রাজী হবে না। মজার বিষয় হচ্ছে, মালও তার চেয়ে হাল্কা ও খারাপ। হিন্দুরা ব্যবসার পলিসি জানে, যত কম লাভে মাল চালানো যায়, ততই গ্রাহক বাড়বে। মুসলমান বিক্রেতা পুরো লাভ একই খদ্দের থেকে উদ্ধার করে নিতে চান। বেচারা ক্রেতা নিরুপায় হয়ে হিন্দু থেকেই কিনতে যান। এ অভ্যাস কি ছাড়াতে পারবেন?

৩য় প্রস্তাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক, অধিকাংশ আমীর ওমরা অবৈধ কার্যকলাপে আসক্ত। নাচগান, রং তামাশা ইত্যাদি বেহায়াপনাও নিরর্থক কাজে সহস্র, লক্ষ টাকা উড়াবেন, সেটাই যশ-খ্যাতি, সেটাই নেতৃত্ব। অথচ মরণাপন্ন ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে সামান্য টাকাও দিতে নারাজ। যারা মহাজনদের কাছ থেকে শিখে লেনদেন শুরু করেছে, তারা বৈধ লাভের দিকে কেন দেখবেন? দ্বীন ধর্মের কাজ কী? আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশনায় উদ্দেশ্যই বা কী? 'খৎনা' তাদের মুসলমান বানিয়েছে, আর 'গোমাংস' সেই মুসলমানী কায়েম রেখেছে। ব্যস তো! তার বেশী কী প্রয়োজন? ভাবখানা, না তাদের মরতে হবে, না এক কাহ্হার আল্লাহ্র কাছে তাদের যেতে হবে, না তারা আমলসমূহের হিসাব দেবে। যদি সুদও গ্রহণ করে, তাতে বেনিয়া (বণিক, সুদি মহাজন) বারো আনা চাইলে এরা ১-১ টাকার কমে রাজী হন না। বিপদগ্রস্থরা উপায় না দেখে মহাজনদের দ্বারস্থ হয়ে নিজেদের বসতভিটে তাদের হাতে উজাড় করে দিতেই বাধ্য হয়।

৪র্থ অবস্থা তো বলার নয়। এ্যান্ট্রেন্স পাশ করাকেই সর্বরিযিকদাতা হিসেবে জ্ঞান করা হয়। সেখানে চাকরীর ক্ষেত্রে জীবন বাজী পাশের

শর্ত। সামান্য পড়া শোনা থাকলেও কাজের কাজ হচ্ছে, তা জীবন যাত্রায় কোন কাজেই লাগছে না। না চাকরীর ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয়। জীবনের প্রারম্ভিক সময় যে সময়টাই হচ্ছে শিক্ষাকাল তাকে এভাবেই মূল্যায়ন করা হয়। এখানকার ছেলেদের পাশের বিষয়ে অনুযোগ হয়, তিন তিনবার পরীক্ষা দিয়েও ফেল। ভাগ্যের পরিতাপ, নিয়তির নির্মম পরিহাস যে, মুসলমানরাই অধিকাংশ অকৃতকার্য। ভাগ্য গুনে 'পাশ' এর সোনার হরিণ মিললেও চাকরীর কোন হদিস নেই। আর চাকরী যদিও বা পাওয়া যায়, তা নিদারুণ অপমানকর (বড় জোর আর্দালী, চাপরাশি পর্যন্ত)। পর্যায়ক্রমে দুনিয়াবী শান-শওকত যদিও অর্জিত হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে লাঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে ভাবনার বিষয় নয় কি যে, ইলমে দ্বীন শিখা, দ্বীনদারী অর্জন করা এবং পাপ-পূণ্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেবার সময়টা কখন আসবে? নিঃসন্দেহে এ অবস্থার শোচনীয় পরিমাণ যা দাঁড়াচ্ছে, তা হলো দ্বীন বিষয়টি হাস্যকর ঠেকছে, আর নিজেদের বুযুর্গ পূর্ব পুরুষদের মনে করা হচ্ছে জংলী বর্বর, অসভ্য, গোঁয়াড়, অপদার্থ, বোকা ও নির্বোধ ইত্যাদি। তাদের ভ্রান্ত ধারণার এ অবস্থাকে 'উন্নতি' বলে ধরা গেলেও এ উন্নতি না হওয়ার চেয়ে হওয়াটা অধিকতর নিকৃষ্ট। তথাকথিত এ উন্নতির জন্য ইলমে দ্বীনের বরকত বাদ না দিয়ে পারা যাবে কি?

এগুলো হচ্ছে কারণ, এগুলোই হচ্ছে সমস্যা। রোগের চিকিৎসা চাওয়া অথচ রোগ সৃষ্টির কারণ বাঁচিয়ে রাখা, বোকামী ছাড়া আর কী? তারাই তোমাদের অপদস্ত করেছে, তারাই বিজাতীয়দের কাছে তোমাদের হাস্যস্পদ করেছে। তারাই, তারাই, হ্যাঁ যা কিছু করেছে তারাই করেছে। আর দৃষ্টিহীন অন্ধরা এখনও উন্নতি উন্নতি(?) করে কান্না করে যাচ্ছে। হায়রে জাতি! করুণা হয় তোমাদের প্রতি, তোমরাতো ইসলামের রশি গলা থেকে খুলে মুক্ত, স্বাধীন হয়ে গেছ। বাস্তবিক পক্ষে এ স্বাধীনতাই হচ্ছে চরম অপমানের শৃঙ্খল। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বর্তমান তুর্কীদের এ দূর্দশা। (বলা বাহুল্য, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপটও অনুরূপ)।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কী ভাবে প্রয়োগ করা যায়

বিবেচক মহল, একবার ভাবুন। যদি আমার ধারণা সত্য হয়, তবে প্রতিটি শহরে ও অঞ্চলে সমাবেশ করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে এ চার দফা কায়েম করে দিন। তারপর আপনাদের অবস্থা যদি উন্নতির দিকে না যায় তবে তো অভিযোগ করতে পারেন। এ ধারণা পরিহার করুন, আমার কর্মসূচী দিয়ে কি হবে, প্রত্যেকেই তো এমনিই বুঝে আসছে। তাহলে কেউই কিছু করবে না। বরং প্রতিটি ব্যক্তিই ভাবুন যে, এসব আমাকেই করতে হবে। আল্লাহ চান তো প্রত্যেকের মধ্যেই এ বোধের সঞ্চার ঘটবে। দু'একটি জায়গায় কর্মসূচী পালন করে দেখুন, খরবুজ (বাঙ্গী) কে দেখে খরবুজ রং বদলায়। খোদার মর্জি হলে এভাবে সমগ্র জাতিসত্তায় আসতে পারে পরিবর্তন। ঐ সময় আপনার এ কর্মসূচীর প্রসার প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এটাই ঐ আয়াতের বাস্তবায়ন, প্রসঙ্গের সূচনায় যার অবতারণা হয়েছিল।

মন্দ পথে ধাবিত হওয়ার উপর যেমন আক্ষেপ হয়, অনুরূপ ভালোর দিকে পরিবর্তনকেও সাধুবাদ জানাতে হয়। আল্লাহর আহ্বান হচ্ছে তোমরা যদি নিজেদের অপকর্ম পরিহার করো, তবে আমি তোমাদের এ দুরাবস্থার পরিবর্তন করে দেব। লাঞ্চনার স্থলে মর্যাদা দেব।

হে আল্লাহ, আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দিন। আপনার সন্তুষ্টির পথে আমাদের পরিচালিত করুন। আপনাকে রাসুল সম্রাট, মদীনার শশী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোহায় দিচ্ছি। আমিন!

যাহোক, এ বিলাপ তো সারা জীবন জুড়েই। মুসলমানরা এই চার প্রস্তাবনার একটিও কার্যকর বলে মনে হয় না। এবার তুর্কীদের সাহায্যের প্রসঙ্গে বলা যায়। বেদনার আর্তি হাজার বার গাওয়া হয়েছে; কিন্তু কিছু গরীব লোক ছাড়া ধনাঢ্য, সম্পদশালী বরং দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়করাও কি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে? যারা

সামরিক সাহায্য দিতে পারত, লাখো পাউন্ড পাঠাতে পারত, তারা আরও বেপরোয়া, মনে হচ্ছে তারা কিছু শুনতেই পায়নি। তাদের কথা বাদ দেই। তাদের অস্তিত্ব, তাদের কৌশল, কিংবা কতটাই বা চাঁদা প্রদত্ত হয়েছে, যা দ্বারা ইসলামের সহমর্মিতার দাবী করা যায়? সমর শক্তি এতটাই ঠুনকো যে, চাঁদা যা পৌঁছেছে একদিনের যুদ্ধেই তার চাইতে অধিক ব্যয় হয়ে যাবে। এখনও যদি সমগ্র ভারতের সকল মুসলমান আমীর, ফকীর, গরীব, ধনী অকৃত্রিম বিশ্বাসী প্রতিটি ঈমানদার নিজেদের একটি মাসের কামাই দিয়ে দেয়, তবে এগার মাসের আমদানী দিয়ে বারটি মাস পার করা খুব একটা দুস্কর নয়। আল্লাহ চান তো লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ও জমা হয়ে যেতে পারে। (চাঁদা তাঁর হাতেই দেয়া উচিৎ যিনি তুর্কীদের হাতে এ সাহায্য পৌঁছে দেবেন। যারা ইন্টারক্লাস ভ্রমণ টিকেট ও হোটেলে অবস্থান নিশ্চিত করতে চায়, তাদেরকে নয়।)

ইউনিভার্সিটির জন্য গরীবের পেট কেটে ইতোমধ্যে ত্রিশ লাখেরও অধিক জমা হয়ে গেছে এবং এর উপর সুদও অর্জিত হচ্ছে, যার পরিমাণ চল্লিশ হাজারেরও অধিক হয়ে গেছে। এখনও সেটা তৈরীই হয়নি। আর এ টাকা তো ঘর থেকে দিতে হচ্ছেনা। সে অর্থগুলোই পরাক্রমশালী আল্লাহর রাহে দান করা হোক। ইসলামের অস্তিত্ব যদি বিদ্যমান হয়, তবে ইউনিভার্সিটি না হলেও তেমন ক্ষতি তো হবে না। আর যদি ইসলামই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে কী হবে এ ইউনিভার্সিটি দিয়ে? আমরা বলেই দিচ্ছি (তেমন বিপন্ন অবস্থা হলে), তখন এটাও হতে পারবেনা, কখনো না কাস্মিনকালেও নয়। ও সময় কীসের শ্লোগান হবে, তার উল্লেখ পূর্ব থেকেই তো পাওয়া যাচ্ছে। যদি পাষান দিল, কৃপণ ব্যক্তির হাত থেকে এটা না নেওয়া যায়, তবে অন্ততঃ এ সমুদয় অর্থ ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইসলামী রাষ্ট্রের তহবিলে 'কার্জে হাসান' হিসাবে হলেও প্রদান করা হোক।

পয়গামে রেযা

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম উম্মাহর সোনালী ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ইমাম আহমদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র গুরুত্বপূর্ণ দশ মৌলিক কর্মসূচী

১. অতি শানদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ পূর্বক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করা
২. শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা, (যাতে শিক্ষা গ্রহণ গুরুত্ব পায়)
৩. কর্ম তৎপরতার ভিত্তিতে শিক্ষক বৃন্দের যথাযোগ্য সম্মানী প্রদান
৪. শিক্ষার্থীদের মানসিক গতিপ্রকৃতি যাচাই পূর্বক যাকে যে কাজে অধিকতর উপযোগী দেখা যায়, সমুচিৎ বেতন দিয়ে তাকে সে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে তার আগ্রহ ও দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়।
৫. তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ রূপে গড়ে উঠতে থাকবে, তাঁদের যথাযথ সম্মানী দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে লেখা-লেখি, বক্তৃতা বিবৃতি, মুনাযারা-বিতর্কের মাধ্যমে দ্বীন ও মযহাবের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।
৬. মযহাবের সহায়তা ও বদমযহাবের প্রতিহত করার লক্ষ্যে লিখকদের উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করে ব্যাপক উপকারী গ্রন্থ পুস্তিকা প্রণয়ন করতে হবে।
৭. আকর্ষণীয় ও উন্নত ছাপায় পূর্ব-প্রকাশিত ও নতুন প্রণীত কিতাবাদি ছাপিয়ে বিনামূল্যে (বা স্বল্প মূল্যে) বিতরণ করা।
৮. শহরে শহরে নিজেদের পর্যবেক্ষক টিম তদারকিতে থাকবেন, যেখানে যেমন ওয়ায়েয-বা মুনাযির, কিংবা এই পুস্তকের প্রয়োজন পড়ে আপনাদেরকে তারা অবহিত করবেন। আপনারা শত্রু নিধনে নিজেদের কর্মী বাহিনী-----এবং পুস্তকাদি সরবরাহ করতে থাকবেন।
৯. আমাদের মধ্যকার দক্ষজনশক্তি যারা নিজ নিজ জীবিকায় নিয়োজিত উপযুক্ত সম্মানী নির্ধারণ পূর্বক তাদেরকে মুক্ত করে যে কাজে তাদের দক্ষতা রয়েছে, সেখানে নিযুক্ত করুন।
১০. আপনাদের মতাদর্শের নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করুন। যা ক্রমান্বয়ে মযহাবের সহায়তায় সময়োচিত বিষয়াবলি দেশে-বিদেশে নির্দিষ্ট মূল্যে বা বিনামূল্যে দৈনিক বা নিদেন পক্ষে সাপ্তাহিক পৌছাতে থাকবে।

হাদীস শরীফের ইরশাদ :
"শেষ যমানায় দ্বীনি কার্য-কলাপও দিরহাম-দীনার (টাকা-পয়সা) দ্বারা চলবে।" কেনই বা তা সত্য হবে না, এটা তো সত্যভাষী ও সত্যায়িত সত্তা নবীজির বাণী।

-ফাতাওয়া রিযভিয়্যাহ পূর্ব মুদ্রণের ১২তম খণ্ড, ১৩৩ পৃ:।

মুসলিম মিল্লাতের প্রতি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র উদাত্ত আহ্বান

প্রকৃত ও বাস্তব ঈমানের জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। ১. হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'যীম এবং ২. মুহাম্মদ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুহাব্বত সমগ্র জাহানের চাইতেও বেশী হওয়া।

দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্পষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে, আপনাদের কারো সাথে যেরূপই সম্মান, যতই শ্রদ্ধা, যতই ভক্তি বিশ্বাস, যতই বন্ধুত্ব, যতই মুহাব্বতের সম্পর্ক হোক, যেমন নিজ পিতা, স্বীয় ওস্তাদ কিংবা পীর, আপন সন্তান, নিজের ভাই, বন্ধু, মুরব্বী, সঙ্গী, আপনাদের মৌলভী হাফেজ, মুফতী, বক্তা ইত্যাদি ইত্যাদি যেই হোক না কেন, যখনই সে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে বেয়াদবী করবে, তখন আপনাদের অন্তরে মোটেই তার ইয্যত, তার মুহাব্বত, মায়া মমতার নাম-নিশানাও যেন না থাকে, তৎক্ষনাত তার থেকে পৃথক হয়ে যান। তাকে 'দুধ থেকে মাছি'র মত (অন্তর থেকে) বের করে ছুঁড়ে ফেলুন। তার চেহারা কি নামকেও ঘৃণা করুন। এরপর না নিজ আত্মীয়তা, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালবাসার প্রতি লক্ষ্য করবেন, না তার মৌলভীত্ব, পীরগীরি, বুযুর্গী বা মর্যাদার কোন গুরুত্ব দেবেন। সর্বোপরি এ সব যা ছিল প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'রই গোলামীর ভিত্তিতে বিদ্যমান ছিল। যখন এ ব্যক্তি তাঁরই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শানে গোস্তাখ হয়ে গেল, তবে তার সাথে আমাদের আর কী সম্পর্ক রইল? তার জুব্বা, পাগড়ীতে কীইবা আসে যায়? কীসেরই বা যোগাযোগ রইল? অনেক ইহুদীরাও জুব্বা পরে না ও পাগড়ী বাঁধে না? বহু দার্শনিকও কি বড় বড় উচ্চাঙ্গের বিষয় ও ইলম্ জানত না? যদি তা না হয়; বরং প্রিয় নবীর মোকাবিলায় আপনারা তার কথাই মানতে চান, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে বেয়াদবী করল অথচ

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আপনারা বিষয়টি আমলে আনলেন না, অথবা আপনাদের মনে তার উপর চরম ঘৃণার উদ্রেক হল না, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারাই ইনসাফ করুন যে, ঈমানের পরীক্ষায় কোথায় পাশ করলেন? কুরআন ও হাদীস যা ঈমান অর্জিত হওয়ার ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে, তা থেকে আপনারা কতদূর সরে গেলেন?

হে মুসলিম মিল্লাত!

যার অন্তরে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র তা'যীম থাকবে, সে কি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি কটুক্তিকারীকে সমীহ করতে পারে? যদিও সে তাঁর পীর বা ওস্তাদ কিংবা পিতা ও হোক না কেন? যার কাছে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র জাহানের চাইতেও প্রিয় হবে, সে কি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ধৃষ্টতাকারীকে তৎক্ষনাত চরমভাবে ঘৃণা করবে না? যদিও সে তার বন্ধু অথবা ভাই কিংবা পুত্রও হোক না কেন?

দোহাই আল্লাহর! নিজ অবস্থার উপর রহম করুন! --

তামহীদে ঈমান ৬-৭ (লাহোর থেকে প্রকাশিত)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) অমর কাব্য
হাদায়েকে বখশিশ থেকে নির্বাচিত একটি না'ত এর উচ্চারণ ও কাব্যানুবাদ

মুঝদা বা-দ আয় আসিয়োঁ শাফে শাহে আবরার হ্যায়,
তাহনিয়ৎ আয় মুজরিমো যাতে খোদা গফফার হ্যায় ॥

আরশ সা ফরশে যমী হ্যায়, ফর্শপা আরশে বরী,
কিয়া নিরালী তরয কী নামে খোদা রফতার হ্যায় ॥

চান্দ শক হো পেড় বোলেঁ জানওয়ার সাজদে করেঁ,
বারাকাল্লাহ মারজায়ে আলম ইয়েহী সরকার হ্যায় ॥

জিনকো সুয়ে আসমাঁ পেহলাকে জল থল ভর দিয়ে,
সদকা উন হাথোঁ কা পিয়ারে হামকো ভী দরকার হ্যায় ॥

লব যেলালে চশমায়ে কুন মেঁ গুনধে ওয়াক্তে খমীর,
মুর্দে যিন্দা করনা আয় জাঁ তুম কো কিয়া দুশওয়ার হ্যায় ॥

গোরে গোরে পাউঁ চমকা দো খোদাকে ওয়াস্তে,
নূর কা তড়কা হো পিয়ারে গোর কী শব তার হ্যায় ॥

তেরে হী দামান পেহ্ হার আসী কী পড়তী হ্যায় নযর,
এ্যাক জানে বে খাত্বা পর দো জাঁা কা বার হ্যায় ॥

জোশে তুফাঁ বাহরে বে পায়াঁ হাওয়া না সায গার,
নূহ কে মাওলা করম করলে তু বেড়া পার হ্যায় ॥

রহমাতুল্লিল আলামী তে-রী দুহাঈ দব গ্যায়া,
আব তু মাওলা বে তরেহ্ সরপর গুনাহ কা বার হ্যায় ॥

হায়রাতেঁ হ্যায়ঁ আঈনাদারে উফুরে ওসাসফে গুল,
উনকে বুলবুল কী খমুশী ভী লবে ইযহার হ্যায় ॥

গো-ঞ্জ গোঞ্জ উঠহে হ্যাঁয় নগমাতে রেযা সে বো-স্তাঁ
কিউঁ না হো কিস ফুল কী মিদহাত মে ওয়া মিনকার হ্যায় ॥

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কাব্যানুবাদ

দেই সুসংবাদ হে দীনহীন, আছে শফীয়ে মুযনেবীন,
খুশী হ'সব পাপীরা আজ, গাফফার রাব্বে আলামীন॥

আরশসম এই যে যমীন, পা'য় ঝুঁকে আরশে বরীণ,
আল্লাহ, আল্লাহ! কী অভিনব সফরে না সেই আল আমীন ॥

টুকরো হয় চাঁদ, গাছ কথা কয়, পশু সিজদায় পতিত হয়,
সুবহানাল্লাহ্! কেন্দ্র সৃষ্টির এই আসনেই সমাসীন ॥

উঠায়ে যা আসমানের দিক, ভরলে যমীন জল চারিদিক,
সেই প্রিয় হাতের ওয়াসীলা চাই তৃষিত এই অধীন ॥

'কুন' শরাবে সিক্ত সেই মুখ, সৃষ্টিলগ্নেই স্রষ্টা উৎসুক,
মুর্দ্দা যিন্দা করতে সেই মুখ নয় তো কষ্টের সম্মুখীন ॥

ফর্সা ফর্সা পাক দু'চরণ, দোহাই আল্লাহর, করো অর্পন,
নূরে দাও প্রভাত ফুটিয়ে, গোরের এই রাত হোক না দিন ॥

সব পাপী উম্মুখ চেয়ে রয়, দামান তোমার নসীব কি হয়,
একটি নিষ্পাপ প্রাণে বোঝা দোজাহানের সেই জামিন ॥

জোর তুফান, সাগর যে অকুল বইছে হাওয়া কী প্রতিকুল,
নূহের ও ত্রাণকর্তা চাইলে কাটবে হাল এ অন্তরীণ ॥

এ গোলাম আজ গেল ফেঁসে পাপের বোঝা মাথাতে সে,
দোহাই ত্বরাও, তুমি এসে রাহমাতুল্লিল আলামীন ॥

বিস্ময়ে এই নিরবতা, প্রচুর না'তের কথকতা,
প্রেম বাগের এ বুলবুলিটার চুপ হওয়াই যে প্রেমবীণ ॥

অনুরণিত এই কানন, রেযার কণ্ঠে সুর ও বচন,
নাই বা কেন ফুল সে কেমন, যাঁর গানে সব সুর বিলীন ॥

কবি হাফেজ আনিসুজ্জামান'র কাব্যানুবাদ গ্রন্থ কালামে রেযা থেকে সংগৃহীত।

সংগ্রহ করুন

আমীনে মিল্লাত, কুতুবে ওয়াকত, ফকিহে বাঙ্গাল,আল্লামা মুফতি

শাহছুফি কাযী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী (রহ.)'র

লিখিত

নাফেউল মুসলেমীন

মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় বিধি-বিধান, গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দোয়ার সমাহার

তাকভীলুল ইবহামাইন

আযানে প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবণকালে দরুদ শরীফ পাঠ করা ও বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় চুমো দিয়ে চক্ষুদ্বয় মাসেহ করা মুস্তাহাব এতে অনেক সাওয়াব, রহমত ও বতরকত রয়েছে। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির ইবারত সহ প্রমাণ।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপনের বৈধতা গুরুত্ব, ফযিলত ও উপকারিতা অকাট্য দলিলাদির আলোকে প্রামান্য কিতাব।

জাদুল মো'মেনীন

খতমে গাউছিয়া শরীফ ও ফযিলত, কসিদায়ে গাউছিয়া ও ফযিলত, খতমে খাজেগান শরীফ, লূরী শরীফ, শাজরা শরীফ, হুযুরে ক্বেবলার উপদেশাবলী ও নির্দেশিত সবক।

যিক্‌রা

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রবন্ধমালা সংকলন।

হেদায়তুস সালেকীন (প্রকাশিতব্য)

তাজুশশরীয়াহ আল্লামা আখতার রেযাখান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত।
মুফতি কাযী মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান হাশেমী অনুবাদকৃত।

হিজরতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বঙ্গানুবাদ

শরহে হাদীসে নিয়্যত বঙ্গানুবাদ

প্রাপ্তিস্থান

আল-আমিন হাশেমী দরবার শরীফ

আহ্ছান মঞ্জিল, কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

গাউছিয়া লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

আমানবাজার মদিনা মার্কেট, নিচতলা, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৫-৫০৮১৪২।